দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 2 JAN 1997
পৃঃ ৫ কলাম ৩

শিক্ষাঙ্গনে

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিষয়ের সিলেবাস প্রসঙ্গে

'ইসলামিক স্টাডিজ' জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। অন্যান্য বিষয়ের মতই অনার্স, প্রিলিমিনারী ও মাস্টার্স শেষ পর্বে বিষয়টির জন্য কর্তৃপক্ষ সিলেবাস প্রণয়ন করেছেন। অত্যন্ত দুঃখজনক ব্যাপার হলো এ বিষয়ের সিলেবাসটি হয়েছে অত্যন্ত মূর্খতাপ্রসূত ও দায়সারা গোছের একটি ত্রুটিপূর্ণ সিলেবাস। খোঁজ নিয়ে জেনেছি, সিলেবাসটি প্রণয়নের ক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষ ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের কোন অধ্যাপকের সামান্যতম সহযোগিতাও গ্রহণ করেননি যে জন্য এই বেহাল অবস্থা। উদাহরণতঃ সিলেবাসটির কয়েকটি দিক উপস্থাপন করা যায় যেমন—

(১) মাস্টার্স ১ম পর্বের ১ম পত্রে আল হাদীস বিষয়ে এবং ১ম পর্বেরই ৩য় পত্রে আল ফিকহ্ বিষয়ে সিলেবাসভুক্ত হয়েছে কিতাবুস সালাত। অর্থাৎ দু'টি পত্রে বিষয় মাত্র একটি।

(২) ১ম পর্বের ৪র্থ পত্রের (এ) 'ধর্মের ইতিহাস' অংশে যা সিলেবাসে রাখা হয়েছে শেষ পর্বের ৪র্থ পত্র (সি) সাজানো হয়েছে সেই একই বিষয় দিয়ে। মাঝ থেকে ১ম পর্বের টটেম, ট্যাবু ও এ্যানিমিজম নেই শেষ পর্বে। অথচ ১ম পর্বের বিষয়টি হলো একটি পত্রের অংশ বিশেষ আর শেষ পর্বে তা হচ্ছে একটি পূর্ণ পত্র। ইসলামী বিষয় বৈচিত্রের কি এতই অভাব ছিল যে, দু'টি পত্রে একটি বিষয় রাখতে হয়েছে?

(৩) ১ম পর্বের ৪র্থ পত্রে (বি) মুসলিম দর্শন বিষয়ে সিলেবাসে যে সকল পাঠ অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে—শেষ পর্বের ৪র্থ পত্র (বি) মুসলিম দর্শনেও তাই পাঠ্য রয়েছে। উপরন্তু ১ম পর্বের জবর, কদর, শীআ, সুন্নী, মুরজিয়া মতবাদ এবং বিভিন্ন সূফীদের জীবন ও কর্ম শেষ পর্বের সিলেবাসে অন্তর্ভুক্ত হয়নি। দু'টি শ্রেণীর দু'টি পত্রে একই বিষয় পাঠ্য করার কি যুক্তি থাকতে পারে?

(৪) অনার্সে একটি পূর্ণ পত্র আরবী সাহিত্য ও তার ইতিহাস। বিকল্প সহজ আরবী। এমনিভাবে ১ম পর্বের ৪র্থ পত্র (সি) হচ্ছে আরবী সাহিত্য ও তার ইতিহাস। অথচ অনার্স ও মাস্টার্স পর্যায়ে আরবী একটি স্বতন্ত্র বিষয়। তারপরও কোন্ যুক্তিতে তা সিলেবাসে রাখা হয়েছে বোধগম্য নয়।

(৫) শেষ পর্বে অন্যান্য বিষয়ে বিকল্প গ্রুপ থাকলেও ইসলামিক স্টাডিজ বিষয়ে কোন বিকল্প গ্রুপ রাখা হয়নি।

এ সকল প্রেক্ষিতে আমাদের দাবী হলো ঃ

(ক) ইসলামিক স্টাডিজ বিষয়ের অধ্যাপক মণ্ডলীর সমন্বয়ে একটি সিলেবাস সংস্কার কমিটি গঠন করে বিষয়টির সিলেবাস আরো যুগোপযোগী ও বিজ্ঞানসম্মত করে ঢেলে সাজানো হোক।

(খ) মাস্টার্স শেষ পর্বে একটি গ্রুপের পরিবর্তে আরো এক বা একাধিক বিকল্প গ্রুপ চালু করা হোক।

—ইব্রাহীম খলিল,
৩১৫, কবি জসীম উদ্দীন হল,
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।